সাংবাদিক সংবাদকর্মীদের একমাত্র অরাজনৈতিক পেশাজীবি সংগঠন

বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়ন

(বি ও এস কে ইউ)

সহযোগী প্রতিষ্ঠান : (বি ও এন এস এস)

www.bdbosku.com

গঠনতন্ত্র

গঠনতন্ত্রের ধারা:

ধারা-১:

নামঃ বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যান ইউনিয়ন (বি ও এস কে ইউ)

সহযোগী প্রতিষ্ঠান: বি ও এন এস এস নাম নিম্নরূপ থাকবে।

ইংরেজীতে: Online Sangbadik Kolyan Union (BOSKU) নামে অভিহিত হবে এবং অন্যান্য শাখা স্তরের নামকরণের ব্যাপারে বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়ন এর পর বিভাগীয়/ মহানগরী/ জেলা/ উপজেলা/ থানা/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা যুক্ত হবে।

অত্র গঠনতন্ত্রে ব্যবহৃত “বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়ন” শব্দ দ্বারা সর্বত্র (BOSKU) বুঝাবে।

ধারা-২:

পরিধি: বাংলাদেশের গোটা ভৌগোলিক এলাকা-ই অত্র BOSKU পরিধি আওতাভুক্ত। কেন্দ্রীয় দপ্তরের অবস্থান- ৬৫/১ (৩য় তলা), চরপাড়া মোড়, সদর, ময়মনসিংহ।

ধারা-৩:

বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়ন একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন ও লেখক সংগঠন হিসেবে স্বীয় নীতি ও আদর্শে অটল থেকে নিম্ন লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজ করে যাবে।

(ক) দেশের সত্য সংবাদ প্রচার ও প্রসার জনগণের ও সামাজিক জীবনের রাষ্ট্রীয় স্বার্থান্বেষী সংবাদ পরিবেশন ও জনগণের পক্ষে, আদর্শের প্রতিফলন এবং জীবনের সর্বস্তরে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠান প্রচেষ্টা চালাবে।

(খ) বিভিন্ন অনলাইন গণমাধ্যমে সংবাদকর্মী ও সাংবাদিকদেরকে যোগ্য ও সত্য সংবাদ পরিবেশন যেন করতে পারে সেই লক্ষ্যে গড়ে তোলার জন্য সংবাদকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ধারা-৪:

সংগঠনের মেয়াদ :

(ক) বি ও এস কে ইউ ২০১৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে।

(খ) কেন্দ্র ও সকল শাখার মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর।

ধারা-৫:

সদস্য:

(ক) **সদস্য হওয়ার যোগ্যতা :** কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নূন্যতম এসএসসি/ সমমান পাশ হতে হবে। তাহারা যদি কেউ ভুল তথ্য দিয়ে সদস্য হন তাহলে তদন্ত পূর্বক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা-৬:

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : মোঃ খায়রুল আলম রফিক, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়ন (বি ও এস কে ইউ) প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অনন্য অবদান রেখেছেন। পরবর্তীতে যিনি উক্ত সংগঠনের যোগ্যতাশীল ব্যক্তি থাকবেন তিনিই প্রধান পৃষ্ঠপোষক এর দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ছেলে বা মেয়ে, ভাই দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

ধারা-৭:

সাংগঠনিক কাঠামো :

বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়ন (বি ও এস কে ইউ) এর কাঠামো নিম্নরূপ :

(ক) সকল সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করা।

(খ) বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন নিয়ে কমিটি গঠন করা।

ধারা-৭ (ক):

সাংবাদিক সংগঠন : বি ও এস কে ইউ শাখা গঠন প্রক্রিয়া :

(১) সকল স্তরের সাংবাদিক অনলাইন, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, সাহিত্যিক ও লেখকদের নিয়ে সদস্য হয়েছেন তাদের সর্ব সম্মতিক্রমে অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে BOSKU শাখা নিম্নরূপে গঠিত হবে।

(২) কাজের সুবিধার্থে বি ও এস কে ইউ এর প্রধানগণ শাখা সমূহের সভাপতি হবেন। কোথাও BOSKU এর প্রধান শাখার সভাপতি হতে অসুবিধা দেখা দিলে সদস্যদের মতৈক্যের ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচিত হবে।

বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়ন নিম্নরূপে গঠিত হবে:

০১.	চেয়ারম্যান	- ১ জন
০২.	ভাইস চেয়ারম্যান	- ২ জন
০৩.	মহা সচিব	- ১ জন
০৪.	যুগ্ম মহা সচিব	- ১ জন
০৫.	দপ্তর সম্পাদক (সচিব)	- ১ জন
০৬.	কোষাধ্যক্ষ	- ১ জন
০৭.	শিক্ষা ও কল্যাণ সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক	- ১ জন
০৮.	সদস্য	- ৭ জন
	সর্বমোট	**- ১৫ জন**

এর কম হলে ১১ (এগার) অথবা ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করা যাবে।

(খ) পূর্ণাঙ্গ কমিটি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য না থাকলে নিম্ন বর্ণিত ছকে আহ্বায়ক কমিটি হবে। এর মধ্যে যাহারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে-

১. কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজন কম ও বৃদ্ধি করতে পারবে।

(গ) উপজেলা/ জেলা কমিটি :

০১. সাধারণ পরিষদের সদস্য মন্ডলীর মতৈক্য/ নির্বাচনের মাধ্যমে অনুর্ধ্ব ৩৭ (সাইত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট বিভাগ ও জেলা কমিটিতে নিম্নরূপ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

পদ ধারা- ৭ (ঘ)

সভাপতি	– ১ জন
সহ সভাপতি	– ৩ জন
সাধারণ সম্পাদক	– ১ জন
যুগ্ম সম্পাদক	– ২ জন
সহ সম্পাদক	– ৩ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	– ১ জন
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	– ২ জন
প্রচার সম্পাদক	– ১ জন
সহ প্রচার সম্পাদক	– ২ জন
দপ্তর সম্পাদক	– ২ জন
কোষাধ্যক্ষ	– ১ জন
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	– ১ জন
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক	– ১ জন
সহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক	– ২ জন
কল্যাণ ফান্ড সম্পাদক	– ১ জন

সাংবাদিক বিষয়ক সম্পাদক	– ১ জন
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	– ১ জন
হিসাব নিরীক্ষক বিষয়ক সম্পাদক	– ২ জন
সদস্য	– ২ জন
নির্বাহী সদস্য	– ১১ জন

বি ও এস কে ইউ -

(১) সকল মহানগর শাখা, জেলা শাখা, মর্যাদা লাভ করবে এবং জেলা শাখার অনুরুপ কমিটি গঠিত হবে উপজেলা গুলোতে। দেশে মোট ০৭ (সাত) টি মহানগর কমিটি গঠন করা হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রংপুর।

(২) মহানগর শাখার অধীনস্থ সকল সদস্য এ শাখার সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হবে।

(৩) দেশে প্রতিটি কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা কমিটি গঠন করা হবে এবং থানার সঙ্গে সমন্বয় করবে।

সর্ব মোট = ৩৭ জন

ধারা-৭ (ঙ) :

উপজেলা/ থানা/ জেলা/ মহানগরী/ বিভাগীয় কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে পদ ও দায়িত্বশীলদের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করা যাবে।

ধারা-৭ (চ) :

বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি। কেন্দ্রীয় সংগঠনের স্তর সমূহ নিম্নরুপ:

(১) জাতীয় নির্বাহী পরিষদ

(২) জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ

(৩) কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

(৪) জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ

(৫) অনলাইন নারী সাংবাদিক সমিতি (বি ও এন এস এস)

ধারা-৮:

জাতীয় নির্বাহী পরিষদ :

(ক) জাতীয় নির্বাহী পরিষদ ১৮১ সদস্য বিশিষ্ট হবে।

(খ) জাতীয় নির্বাহী পরিষদ নিম্নরূপে গঠিত হবে:

সভাপতি	- ১ জন
সহ সভাপতি	- ৯ জন
মহা সচিব (সেক্রেটারী জেনারেল)	- ১ জন
যুগ্ম মহা সচিব (জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল)	- ৬ জন
সহকারী মহা সচিব (এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল)	- ৬ জন
সাংগঠনিক সচিব	- ৬ জন
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সচিব	- ৬ জন
প্রচার সচিব	- ৬ জন
প্রশিক্ষণ সচিব	- ৬ জন
তথ্য ও গবেষণা সচিব	- ৪ জন
পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী বিষয়ক সচিব	- ৪ জন
শিক্ষা পরামর্শ সচিব	- ৬ জন
ছাত্রছাত্রী বিষয়ক সচিব	- ৬ জন
দপ্তর সচিব	- ১ জন
সহকারী সাংগঠনিক সচিব	- ৩ জন
কোষাধ্যক্ষ	- ১ জন
প্রকাশনা সচিব	- ১ জন

আন্তর্জাতিক বিষয়ক সচিব	- ১ জন
সদস্য	- ১০৪ জন

সর্বমোট- ১৮১ জন

ধারা- ৮ (ক) :

জাতীয় নির্বাহী পরিষদের কাঠামো :

চেয়ারম্যান/ সভাপতি (কেন্দ্রীয়) ০১ (এক) জন।

প্রতি বিভাগ/ মহানগরী/ প্রতি জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য থাকবে। যে সকল জেলা/ মহানগরীতে আহ্বায়ক কমিটি থাকবে সেখানে জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব থাকবেন। দেশের ৬৪ টি জেলা ও ৭ টি মহানগরী থেকে ০২ (দুই) জন করে মোট ১৪০ জন সদস্য হবেন।

মোট ১৪০ + ১ জন কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান/ সভাপতি = ১৪১ সদস্য সভায় মিলিত হয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি প্রস্তাবক্রমে ৪০ (চল্লিশ) জন সদস্য নিম্নলিখিত ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন দেবেন।

মনোয়ন প্রক্রিয়া :

(১) অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, পুলিশ, শিক্ষক সহ সব ধরনের বাহিনী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের লোকদের এই কমিটিতে সদস্য হতে পারবে।

কল্যাণ ফান্ড প্রক্রিয়া ও শর্তাবলী:

(১) প্রতি সদস্য ফরম বাবদ এককালীন ১০০/- (একশত) টাকা জমা রাখতে হবে। ফরম প্রধান কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

(২) প্রতি সদস্যকে কল্যাণ ফান্ডের জন্য ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রতি মাসে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলার সভাপতি মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা করতে হবে।

(৩) এই কল্যাণ ফান্ডের টাকা কোন সদস্য যদি অসুস্থ হয়, মিথ্যা মামলার শিকার হন। তাহলে এই ফান্ড থেকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।

(৪) কোন নারী সদস্য'র বিয়ে হলে কেন্দ্রীয় কমিটির বরাবরে আবেদন করলে তাকে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা চেক প্রদত্ত বুঝিয়ে দেয়া হবে। সদস্যপ্রাপ্তির বয়স হতে হবে নূন্যতম ২ মাস থেকে ১ বছর। ১ বছর থেকে ৫ বছর হলে ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা প্রদান করা হবে।

(৫) কোন সদস্য'র মৃত্যু হলে অভিভাবকের অনুমতিক্রমে দাফনের সকল ব্যয় সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রদান করা হবে।

(৬) কোন সদস্য প্রতি মাসে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা করে ফান্ডে একাধারে ০৩ (তিন) মাস না দিলে তাকে সদস্যপদ থেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৭) কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি ছাড়া কোন সদস্য নগদ আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন না। তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটি কেউ এজন্য দায়ী থাকবেন না।

(৮) কোন সদস্য অসামাজিক কার্যকলাপ ও রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকান্ডে জড়িত হলে কেন্দ্রীয় কমিটির তদন্ত পূর্বক প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং মিথ্যা প্রমাণিত হলে তাকে সংগঠন থেকে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।

(৯) বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়ন এ আজীবন সদস্য হলে কল্যাণ ফান্ডে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা জমা দিতে হবে।

ধারা- ৮ (খ) :

জাতীয় নির্বাহী পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া:

(১) জাতীয় নির্বাহী পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় সভাপতি, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) ১৪০ জন জেলা ও মহানগর প্রতিনিধি (প্রত্যেক জেলা ও মহানগর শাখার সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক) এবং মনোনীত ৪০ জন নির্বাহী পরিষদ সদস্য থেকে সকলের ঐক্যমতে/ কন্ঠভোট/ ব্যালটের মাধ্যমে ৯ (ক) ধারা মোতাবেক নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি ৭৭ জন কর্মকর্তা নির্বাচিত করবে। বাকী ১০৪ জন সদস্য হিসেবে থাকবে।

ধারা- ৮ (গ) :

জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ :

(ক) জাতীয় নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ পদাধিকার বলে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য থাকবেন।

(খ) প্রত্যেক জেলা ও মহানগর নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হিসেবে থাকবেন।

ধারা- ৮ (ঘ) :

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি (স্ট্যান্ডিং কমিটি)

(১) বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি অনুর্দ্ধ ১৫ সদস্য থাকবে।

(২) কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান প্রস্তাবে জাতীয় নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ও স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত হবে।

(৩) কার্যকরী কমিটির সদস্য অবশ্যই নির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তা/ সদস্যগণের মধ্যে থেকে হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যোগ্য, সার্বক্ষণিক সময় দিতে পারেন এমন ব্যক্তিগণই এ কার্যকরী কমিটির সদস্য মনোনীত হবেন।

ধারা- ৮ (ঙ) :

(ক) কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কার্যক্রম চালাবে।

(খ) মহা সচিব পদাধিকার বলে এ কমিটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করবে।

(গ) চেয়ারম্যানের প্রস্তাব ক্রমে এবং নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনে অবশিষ্ট ১৩ জন সদস্য মনোনীত হবে।

ধারা- ৮ (চ) :

জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ:

(১) বি ও এস কে ইউ এর তৎপরতা ও কার্যক্রমকে অধিকতর গণমুখী করার লক্ষ্যে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ নামে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে।

(২) জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ অনুর্দ্ধ ৪০ সদস্য বিশিষ্ট হবে।

(৩) দেশ বরেণ্য চিন্তাবিধ, শিক্ষাবিধ, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সদস্য প্রস্তাব ও নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে।

ধারা- ৮ (ছ) :

জেলা/ উপজেলা/ থানা উপদেষ্টা পরিষদ :

(১) প্রত্যেক জেলা / উপজেলা/ থানা শাখার অনুর্দ্ধ ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে।

(২) অবসরপ্রাপ্ত সংগঠনের সদস্য, হিতাকাঙ্খী বিশিষ্ট ব্যক্তি, চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক জেলা শাখা সমূহের প্রস্তাবনায় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অনুমোদনের এবং উপজেলা শাখার প্রস্তাবনায় জেলা শাখার অনুমোদনের জেলা ও উপজেলা

উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট শাখার সভাপতি উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা- ৯:

জাতীয় নির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়নের নির্বাহী পরিষদেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। নির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

(ক) বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, সংযোজন, সংশোধন, সংরক্ষণ ও বাতিল ঘোষণা করা।

(খ) বি ও এস কে ইউ- এর সর্ব প্রকার নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

(গ) বি ও এস কে ইউ-এর বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব গ্রহণ ও অনুমোদন।

ধারা- ৯ (ক) :

জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদের কার্যাবলী :

(ক) জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদের প্রধান দায়িত্ব হলো মতৈক্য/ কন্ঠভোট/ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন করা।

(খ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাজেটের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান।

(গ) বি ও এস কে ইউ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সার্বিক ভূমিকা পালন।

ধারা- ৯ (খ) :

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির (স্ট্যান্ডিং কমিটি) এর কার্যাবলী নিম্নরুপঃ

(ক) জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন।

(খ) জাতীয় নির্বাহী পরিষদ অনুমোদিত পরিকল্পনা ও বাজেটসমূহ বাস্তবায়ন।

(গ) বি ও এস কে ইউ- এর আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ।

(ঘ) বি ও এস কে ইউ- এর আসবাবপত্রের তালিকা প্রণয়ন ও এগুলো সংরক্ষণ।

(ঙ) অধঃস্তন, শাখা কমিটি সমূহ অনুমোদন ও বাতিল করা, প্রয়োজনে অস্থায়ী/ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

(চ) অধঃস্তন শাখা সমূহের উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা।

ধারা- ৯ (গ) :

জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলী :

(ক) কেন্দ্রীয় নিবার্হী কমিটি পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান।

(খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়নের কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা।

(গ) কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যানের আহ্বানে বৎসরে কমপক্ষে ১ বার বৈঠকে মিলিত হয়ে বি ও এস কে ইউ-এর কার্যক্রমে অগ্রগতিতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

ধারা- ৯ (ঘ) :

জেলা/ উপজেলা/ থানা উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলী:

(ক) জেলা/ উপজেলা/ থানা কমিটি সমূহ গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান।

(খ) জেলা ও উপজেলা, থানা পর্যায়ে বি ও এস কে ইউ-এর কর্মতৎপরতা জোরদার করা কর্মসূচী সমূহের সর্বাত্মক সহযোগিতা দান ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ।

(গ) জেলা/ উপজেলা/ থানা শাখায় উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করা।

ধারা- ১০ :

জাতীয় নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা :

(১) সভাপতি :

বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়নের জেলা সভাপতি পদের জন্য অবশ্যই নিম্ন লিখিত যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকতে হবে:

(ক) তার বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর হতে হবে।

(খ) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হতে নিম্নে পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

(গ) সাংগঠনিক কাজে ব্যাপক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, সৎ ও চরিত্রবান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি।

(২) সহ সভাপতি :

(ক) বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়নের জেলা সহ সভাপতি পদের জন্য স্নাতক অথবা সিনিয়র সাংবাদিক হতে হবে।

(৩) মহা সচিব :

বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়নের মহা সচিব পদের জন্য নিম্ন লিখিত যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে:

(ক) স্নাতক/ সাংবাদিকতায় ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(খ) বি ও এস কে ইউ-এর কেন্দ্রীয় কর্মকর্তারূপে কর্মপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(গ) সৎ, সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হতে হবে।

(ঘ) সংগঠন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

(৫) যুগ্ম সম্পাদক সহ অন্যান্য সম্পাদক মন্ডলীর যোগ্যতা :

(ক) বর্তমানে এসএসসি ও এইচএসসি পাস/ সাংবাদিকতায় ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(খ) বি ও এস কে ইউ- এর কাজে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

(গ) জেলা/ মহানগর/ উপজেলা/ থানা পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(৬) **জেলা/ মহানগর ও উপজেলা/ থানা শাখার কর্মকর্তাদের নূন্যতম যোগ্যতা নিম্নরূপঃ**

জেলা/ মহানগর অথবা উপজেলা/ থানা শাখার সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য নিম্নে স্নাতক/ সমমান পাশ হতে হবে। অথবা ২ বছরের সাংবাদিকতায় বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ধারা- ১১ (ক):

কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিম্নরূপ :

(ক) বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সংগঠনের প্রধান হিসেবে তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

(খ) তিনি জাতীয় নির্বাহী পরিষদ, জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ ও কার্যকরী কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে বি ও এস কে ইউ-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন।

(গ) তিনি জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ জাতীয় নির্বাহী পরিষদ, জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ, কার্যকরী কমিটি ও বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়নের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন।

(ঘ) তিনি কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পরামর্শ ও সিদ্ধান্তক্রমে বি ও এস কে ইউ-এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট কাজে প্রয়োজনে দেশ বিদেশ সফর করতে পারবেন। বি ও এস কে ইউ এর যানবাহন ছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে দ্রুতযান ব্যবহার করতে পারবেন এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটি পরবর্তীতে বৈঠকে তা পেশ অনুমোদন নিবেন।

(ঙ) জাতীয় নির্বাহী পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভোট গ্রহণ কালে উভয় পক্ষে সমান ভোট হলে তিনি কাষ্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন। তিনি বি ও এস কে ইউ-এর ফান্ডের সাথে সংগতি রেখে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সেবা ও সমাজ কল্যাণ মূলক, কোন সাংবাদিক অসুস্থ্য হলে, কোন সদস্য অসুস্থ্য হলে অথবা রুগ্ন হলে, সেই সদস্যকে সংগত পরিমাণ আলোচনা করে জেলা ও উপজেলা সভাপতি কর্তৃক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ সাহায্য করতে পারবেন। তবে খরচের পরে তার নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে পেশ করতে হবে। পরে অনুমোদন করে নিতে হবে।

(চ) বিশেষ প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টার নোটিশে যে কোন পরিষদের জরুরী সভা মহা সচিবের মাধ্যমে আহ্বান করতে পারবেন।

(ছ) কোন সদস্য অথবা কোন সংবাদকর্মী অথবা কোন সাংবাদিকের মৃত্যু হলে বা দুর্ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক জেলা/ উপজেলা সকল সদস্য এক হয়ে আলোচনা করে তাকে সার্বিক সহযোগিতা করা এবং মৃত ব্যক্তির সকল প্রকার ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক কার্যাদির জন্য সার্বিক ব্যবস্থা করা।

ধারা- ১১ (খ):

সভাপতিগণের দায়িত্বঃ

(ক) সহ সভাপতিগণ ১ম, ২য় ও ৩য় ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে উর্ধ্বতন সহ সভাপতি সভাপতির দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাবেন।

(খ) সহ সভাপতিগণ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। তবে সভাপতিকে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা সমূহ প্রয়োগ করতে পারবেন না।

ধারা- ১১ (গ):

মহা সচিবের দায়িত্ব :

মহা সচিব নির্বাহী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে বি ও এস কে ইউ-এর যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করবেন। কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) তিনি চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শ ক্রমে জাতীয় নির্বাহী পরিষদ জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ, কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির নিয়মিত সভা আহ্বান করবেন। সভা সমূহের কার্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন এবং এ সব বিবরণী পাঠাতে অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

(খ) তিনি বি ও এস কে ইউ-এর জাতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও আসবাবপত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করবেন এবং চেয়ারম্যান দ্বারা স্টক রেজিস্ট্রার অনুমোদন করাবেন।

(গ) তিনি বি ও এস কে ইউ-এর তহবিল সংগ্রহ, জাতীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত চাঁদা ও সর্বপ্রকার অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা নিবেন। সংগৃহীত অর্থ বি ও এস কে ইউ এর ফান্ডে এবং ক্যাশ বহিতে সন্নিবেশ করত চেয়ারম্যানকে অবহিত করে তার প্রতি স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন।

(ঘ) তিনি বি ও এস কে ইউ-এর সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা বা উক্ত সংগঠন সংক্রান্ত বিশেষ কোন কাজে বি ও এস কে ইউ-এর খরচে সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত হবে।

ধারা- ১১ (ঘ) :

যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :

যুগ্ম মহাসচিবগণ সকল কাজে মহাসচিবকে সহযোগিতা করবেন এবং মহা সচিবের অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি প্রদত্ত কার্যাদি পরিচালনা করবেন।

ধারা- ১১ (ঙ) :

সহকারী মহাসচিবের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :

সহকারী মহাসচিবগণ সকল কাজে মহাসচিব ও যুগ্ম মহাসচিবগণকে সহযোগিতা করবেন। বিভাগীয় সম্পাদক মন্ডলীকে পরামর্শ দেবেন। কার্যকরী কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন।

ধারা- ১১ (চ) :

সাংগঠনিক সচিবের দায়িত্ব :

(ক) সাংগঠনিক সচিবগণ বি ও এস কে ইউ- কে শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মহাসচিব ও কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

(খ) অধঃস্তন শাখা সমূহের রিপোর্ট সংগ্রহ, সমস্যা চিহ্নিত করণ, সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ, যে সকল এলাকায় বি ও এস কে ইউ-এর শাখা মজবুত নেই সেখানে সংগঠন গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেবেন।

(গ) মহা সচিবের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় বি ও এস কে ইউ-এর খরচে সংগঠনের প্রয়োজনে শাখা সমূহ সফর করবেন।

(ঘ) বি ও এস কে ইউ-এর সদস্য ফর্ম পূরণ এবং তার ডাটা সংরক্ষণ ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেবেন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সভাসমূহে লিখিতভাবে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

ধারা- ১১ (ছ) :

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সচিবের দায়িত্ব :

(ক) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়নে ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে বি ও এস কে ইউ গৃহীত সার্বিক পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

(খ) শিক্ষার উন্নয়নে যথাযথ ও উপযোগী প্রস্তাবনা তৈরী ও কার্যকরী কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের পর মহাসচিবের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ধারা- ১১ (জ):

প্রচার সচিবের দায়িত্ব :

(ক) বি ও এস কে ইউ-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রচার পত্র/ হ্যান্ডবিল/ লিফলেট সকল শাখায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় বি ও এস কে ইউ-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি/ প্রচারপত্র তৈরী ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধারা- ১১ (ঝ) :

প্রশিক্ষণ সচিবের দায়িত্ব:

(ক) শিক্ষক ও কর্মচারীদের শিক্ষা ও পেশাগত মান উন্নয়নে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা আলোকে মহা সচিবের সাথে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় ও শাখা সমূহ বিষয় ভিত্তিক এবং প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধারা- ১১ (ঞ):

তথ্য ও গবেষণা সচিবের দায়িত্ব:

(ক) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যাযে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা।

(খ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা।

(গ) কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে গবেষণার জন্য তথ্য ব্যাংক ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

ধারা- ১১ (ট):

পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী বিষয়ক সচিবের দায়িত্ব:

(ক) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সংগ্রহ করা।

(খ) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিদ্যমান পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর দোষত্রূটি চিহ্নিত করা এবং সমাধানের প্রস্তাবনা তৈরী করা।

(গ) পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীকে যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য সুর্নিধারিত প্রস্তাবনা তৈরী ও নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য কার্যকরী কমিটিতে পেশ করা।

ধারা- ১১ (ঠ) :

শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ সচিবের দায়িত্ব:

(ক) শিক্ষক-কর্মচারীগণের সমস্যা সমূহ চিহ্নিতকরণ, সমাধানের প্রস্তাবনা তৈরী ও কার্যকরী পরিষদ সভায় উপস্থাপন।

ধারা- ১১ (ড):

ছাত্র বিষয়ক সচিবের দায়িত্ব:

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান, সাংস্কৃতিক মানসিকতা সৃষ্টি, ভাল ফলাফলের উদ্বুদ্ধ করণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে সচেতন করা ও ঈমান আকিদা সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ তত্বাবধান প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় জমিয়াত কর্তৃক গৃহীত একটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক ব্যাপক। এসব দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে ঃ

(ক) ছাত্র সংগঠনকে পরামর্শ দান, তাদের সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরিতে সহযোগিতা করা, সংগঠন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানে সহযোগিতা করা। কেন্দ্রীয় ও শাখা সমূহের নির্বাচন পরিচালনা ও ছাত্রদের ইলমী ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) ছাত্রদের শিক্ষা ও পরিবেশগত সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করণ ও সমাধানের প্রস্তাবনা তৈরী এবং কার্যকরী কমিটিতে উপস্থাপন।

(গ) মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে শিক্ষা বৃত্তি দানের প্রস্তাবনা তৈরী ও উপস্থাপন।

ধারা- ১১ (ঢ):

দপ্তর সচিবের দায়িত্ব:

(ক) কেন্দ্রীয় দপ্তর সচিব কেন্দ্রীয় দপ্তরের সকল নথি সংরক্ষণ করবেন।

(খ) কার্যকরী কমিটি, নির্বাহী পরিষদের বৈঠক সহ সকল বৈঠক প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি উপস্থাপন ও সরবরাহ করবেন এবং সভা সমূহের কার্যবিবরণীর খসড়া তৈরী করবেন।

(গ) কেন্দ্রীয় বি ও এস কে ইউ- এর প্রেরিত/ গৃহীত দাওয়াত পত্র, চিঠির কপি সংরক্ষণ করবেন।

(ঘ) কেন্দ্রীয় ও শাখা বি ও এস কে ইউ সমূহের সংবাদ, শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ, নিবন্ধন, প্রবন্ধ সংরক্ষণ করবেন।

(ঙ) দায়িত্বশীলগণের সভা, সম্মেলন, বৈঠকে আগমন নির্গমন ও কার্যক্রমের দৈনন্দিন রিপোর্ট সংরক্ষণ ও কার্যকরী কমিটিতে উপস্থাপন করবেন।

ধারা- ১১ (ঢ) :

কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব:

(ক) কোষাধ্যক্ষের বি ও এস কে ইউ এর আয় ব্যয় সংরক্ষণ করবেন। নিরীক্ষণের জন্য নিয়ম মাফিক হিসাব পত্র তৈরী ও পেশ করবেন।

(খ) বি ও এস কে ইউ এর আয়-ব্যয় অডিট সিস্টেম নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন।

ধারা- ১১ (ণ):

প্রকাশনা সচিবের দায়িত্ব:

(ক) বি ও এস কে ইউ এর প্রচার পত্র/ চিঠি/ বুকলেট/ ম্যাগাজিন/ সাময়িকী ও গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

ধারা- ১১ (ত):

আর্ন্তজাতিক বিষয় সচিবের দায়িত্ব:

(ক) আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শিক্ষা প্রশিক্ষণের সর্বশেষ পর্যায় সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরী করা।

(খ) শিক্ষা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ফোরাম/ সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।

(গ) বি ও এস কে ইউ-এর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন সংগঠন/ সংস্থার সাথে সাংগঠনিক যোগাযোগ স্থাপন ও সফরের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন।

ধারা- ১১ (থ) :

নির্বাহী সদস্য :

(ক) নির্বাহী সদস্যগণ সার্বিক কাজে কেন্দ্রীয় বি ও এস কে ইউ এবং শাখা সমূহে সহযোগিতা করবেন। বি ও এস কে ইউ গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

ধারা- ১১ (দ):

নির্বাহী পরিষদের সকল সচিব ও সদস্য মহাসচিবের সাথে পরামর্শ করে নিজ নিজ বিভাগের কাজ সম্পাদন করবেন।

ধারা- ১২:

আহ্বায়ক কমিটি:

জেলা/ মহানগর/ উপজেলা/ থানা শাখায় গঠনতন্ত্র মোতাবেক পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা সম্ভব না হলে জেলা ও মহানগর ক্ষেত্রে একজন আহ্বায়ক, দু জন যুগ্ম আহ্বায়ক ও এক জন সদস্য সচিব এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে আহ্বায়ক কমিটি কাজ চালিয়ে যাবে এবং কেন্দ্র কতৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের কাজ সম্পন্ন করবে। উপজেলা/ থানা শাখায় একজন আহ্বায়ক ১ জন যুগ্ম আহ্বায়ক ও একজন সদস্য সচিব ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হবে।

ধারা- ১৩:

সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও নির্বাচন:

বি ও এস কে ইউ-এর কার্যকালে মেয়াদ পূর্ণ হবার ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে জমিয়াতের সর্বস্তরের শাখা সমূহের নির্বাচন ও জাতীয় নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অবশ্যই সম্পন্ন হতে হবে।

নির্বাচন প্রক্রিয়া নিম্ন রূপ:

ধারা- ১৩ (ক):

কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা নির্বাচন:

উপজেলা/ থানা বি ও এস কে ইউ সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী কমিশন কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নির্বাচন সম্পাদনা করবেন। উপজেলা/ থানা শাখায় পূর্নাঙ্গ কমিটি না থাকলে আহ্বায়ক, যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব উক্ত শাখার নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

ধারা- ১৩ (খ) :

উপজেলা/ থানা শাখা নির্বাচন:

জেলা শাখার সভাপতির নেতৃত্বে একজন সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশন উপজেলা/ থানা শাখার নির্বাচন পরিচালনা করবেন। তবে এ কমিশন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রয়োজনে নির্বাচন তদারকীর জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। প্রয়োজনে কমিশন কেন্দ্রের সহযোগিতা নেবেন। পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি না থাকলে জেলা আহ্বায়কের নেতৃত্বে যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব সমন্বয়ে গঠিত কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

ধারা- ১৩ (গ):

থানা/ উপজেলা, জেলা/ মহানগর শাখার নির্বাচন পরিচালনা :

থানা/ উপজেলা/ জেলা/ মহানগর শাখার নির্বাচন পরিচালনার জন্য জাতীয় নির্বাহী পরিষদ মহাসচিবের নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। এই কমিশন থানা/ উপজেলা, জেলা ও মহানগর শাখা সমূহের নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাদ নিরপেক্ষ করার জন্য বিধি মালা তৈরী করবেন। নির্বাচন পরিচালনার জন্য শাখা নির্বাচন কমিশন গঠন, রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসার অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন।

ধারা- ১৩ (ঘ):

জাতীয় নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন :

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে সভাপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপদেষ্টা পরিষদের দুজন সম্মানিত সদস্যকে সহকারী কমিশনার মনোনিত করবেন। এ তিন সদস্যের নিবাচনী কমিশন জাতীয় নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা করবেন। গঠনতন্ত্রের ধারা ৮ এর ক ও খ উপধারা মোতাবেক সভাপতি নির্বাচিত ১৪০ ও মনোনীত ৪০ জন মোট ১৮০ জনের বৈঠক আহ্বান করে প্রস্তাবনা/ আলোচনা সাপেক্ষে মতৈক্য/ গোপন ব্যালটে জাতীয় নির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন। কোন পদে যদি সমান সংখ্যক ঘোষণা করবেন তিনিই মনোনীত গণ্য হবেন।

ধারা- ১৩ (ঙ)

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি নির্বাচন (স্ট্যান্ডিং কমিটি):

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবার পর প্রথম সভায় গঠনতন্ত্রের ধারা ৮ (ঘ) মোতাবেক কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। সভাপতি ও মহাসচিব পদাধিকার বলে এবং নির্বাহী পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে ১৩ জন সদস্য মনোনয়নে মোট ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ গঠিত হবে।

ধারা- ১৩ (চ):

জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন:

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রস্তাব ও জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সমর্থনে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে।

ধারা- ১৩ (ছ):

কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন:

(ক) জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার দু জন নির্বাচন কমিশনারের সমন্বয়ে সভাপতি নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে।

(খ) সভাপতি নির্বাচনের জন্য গঠনতন্ত্রের ১০ (১) নং ধারায় বর্ণিত যোগ্যতা অনুযায়ী জাতীয় নির্বাহী পরিষদ এক বা একাধিক ব্যক্তির প্যানেল তৈরী করে প্রতিনিধি পরিষদের সভায় প্রস্তাবনা আকারে উপস্থাপন করবে । জাতীয় নির্বাহী পরিষদের প্রস্তাবনা থেকে প্রতিনিধি পরিষদ ঐক্যমত/ কন্ঠভোট/ ব্যালটের মাধ্যমে যে কোন একজনকে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন করবেন।

ধারা- ১৪ :

নির্বাচন:

(ক) নির্বাহী কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হবার ৪ মাস পূর্বে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ থেকে নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার পর নিম্ন বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

১) তফসীল ঘোষনার দিন থেকে ১ম ৩০ দিনের মধ্যে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় ৩০ দিনের মধ্যে উপজেলা/ থানা শাখা, ৩য় ৩০ দিনের মধ্যে জেলা/ মহানগর শাখা গঠনের কাজ সম্পন্ন হবে। পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

২) প্রার্থীদের সর্বপ্রকার নির্বাচনী প্রচারণা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোন প্রার্থী অন্য কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে বা বদনাম করে বক্তব্য বা প্রচারণা করতে পারবে না।

৩) যে কোন স্তরের নির্বাচন সদস্যদের মতৈক্য/ কন্ঠভোট অথবা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

৪) প্রত্যেক স্তরে নির্বাচন কমিশন প্রধান ফলাফল ঘোষণা করবেন। সুনির্ধারিত ছকে সু-স্পষ্টভাবে লিখে কমিশনের সদস্যদের স্বাক্ষর সম্বলিত কপি উর্ধ্বতন শাখায় নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সমূহ উপজেলা/ থানা শাখার অনুমোদন দেবে। উপজেলা/ থানা, জেলা/মহানগর শাখার অনুমোদন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি দেবে।

ধারা-১৫:

কেন্দ্রীয় তহবিল :

বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়নে তহবিল নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সংগৃহীত হবে।

(ক) বি ও এস কে ইউ এর নির্বাহী/ কার্যকরী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক/ ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক/ এককালীন চাঁদা/ অনুদান।

(খ) বি ও এস কে ইউ এর উন্নতির জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ গোডাউন গড়ে তোলা হলে তার আয়।

(গ) শাখা সমূহের নিয়মিত চাদা।

(ঘ) উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যদের বিশেষ অনুদান।

(ঙ) বি ও এস কে ইউ এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয় এমন দেশী বা বিদেশী সংস্থা বা সরকার থেকে শর্তহীন অনুদান।

(চ) বি ও এস কে ইউ এর উদ্যোগে জাতীয় নির্বাহী পরিষদের অনুমোদে গঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্টানের আয়

(ছ) বিভিন্ন দিবস, গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি/ সংস্থা কর্তৃক দেয়া অনুদান থেকে আয়।

ধারা-১৫:

(১) বি ও এস কে ইউ এর চাদা বা অন্য যে কোন প্রকার তহবিল থেকে বি ও এস কে ইউ এর কল্যাণে বা স্বার্থে যে ভাবেই আসবে তা কেন্দ্রীয় বি ও এস কে ইউ এর বেলায় কার্যকরি কমিটি এবং অন্যান্য অধঃস্তন স্তরের নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে অনুমোদিত ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

(২) কোন সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত দলিল সভাপতি ও মহাসচিব কর্তৃক সম্পাদিত ও স্বাক্ষরকৃত হতে হবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ অবশ্যই বি ও এস কে ইউ একাউন্টে জমা হতে হবে।

(৩) বি ও এস কে ইউ এর সভাপতি ও মহাসচিব কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে দুই জন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে বাজার যাচাই বাছাই করে যে কোন মূল্যের মালামাল ও আসবাবপত্র খরিদ করতে পারবেন। এ জন্য কোন প্রকার কোটেশনের প্রয়োজন হবে না। তবে তাতে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা- ১৬ (ক) :

কেন্দ্রীয় বি ও এস কে ইউ-বার্ষিক:

কার্যকরী কমিটি বৎসরে ৬টি, জাতীয় নির্বাহী পরিষদ- বৎসরে ২টি, জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ/ উপদেষ্টা পরিষদ- পুরো মেয়াদে ২টি।

ধারা- ১৬ (খ):

মহানগর শাখা:

কার্য নির্বাহী পরিষদ- বৎসরে ৬টি, উপদেষ্টা-১টি, সম্মেলন-বৎসরে ১টি

ধারা- ১৬ (গ):

জেলা/ উপজেলা/ থানা শাখা :

কার্য নির্বাহী পরিষদ- বৎসরে ৪টি, জেলা/ উপজেলা সম্মেলন-১টি।

ধারা- ১৭:

নোটিশঃ

(ক) কার্যকরী কমিটির সভা কমপক্ষে ৩ দিন পূর্বে আহ্বান করতে হবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি ২৪ ঘন্টার নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন।

(খ) জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সভা কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে আহ্বান করতে হবে।

(গ) জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদের সভার কমপক্ষে ২০ দিন পূর্বে আহ্বান করতে হবে।

(ঘ) বিশেষ জরুরী অধিবেশনের নোটিশ ২৪ ঘন্টা পূর্বে জারী করা যাবে।

(ঙ) প্রয়োজনে টেলিফোন, কুরিয়ার সার্ভিস কিংবা বার্তা বাহক প্রেরণ করা যাবে।

(চ) প্রতিনিধি পরিষদ, নির্বাহী পরিষদের চিঠি সদস্যদের মধ্যে একনলেজমেন্ট ডাক/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

ধারা- ১৮:

কোরাম :

(ক) মোট সদস্যের ১/৩ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কার্যকরী কমিটি/ নির্বাহী পরিষদ/ উপদেষ্টা পরিষদের কোরাম হবে তবে জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে। প্রতিটি সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্যের ২/৩ অংশের ভোট বা মতৈক্যের সিদ্ধান্তে গৃহীত হবে।

(খ) কোন সদস্য ইচ্ছা করলে কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন তা কার্য বিবরণীতে উল্লেখ রাখার দাবী করতে পারবেন।

ধারা-১৯:

পদচ্যুতি বা ইস্তফা :

(ক) বি ও এস কে ইউ এর কোন সদস্য বা কর্মকর্তা তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে অথবা গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপধারা অমান্য করলে অথবা পর পর তিনটি মিটিং এ অনুপস্থিত থেকে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে অসমর্থ হলে অথবা বি ও এস কে ইউ-এর স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করলে কিংবা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে অথবা দেশের অপরাধ আইনে দন্ডপ্রাপ্ত হলে তাকে জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সদস্য পদ কিংবা কমকর্তার পদ হতে অপসারণ করা যাবে।

(খ) নির্বাচিত / মনোনীত কোন সদস্য সরাসরি অসামাজিক কোন কাজে লিপ্ত হলে অথবা আইন শৃংখলা পরিপন্থী কোন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হলে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হলে তার সদস্য পদ বাতিল করা যাবে। তবে সকল অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

(গ) কেন্দ্রীয় পযায়ের কোন সদস্য বা কর্মকর্তা তার পদ থেকে ইস্তফা দিতে চাইলে তিনি সভাপতির নিকট লিখিত ইস্তফা পত্র পেশ করবেন। সভাপতি তা গ্রহণের পূর্বে কার্যকরী কমিটিতে প্রয়োজনে জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবেন এবং পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তা অনুমোদন করবেন।

(ঘ) কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/ উপজেলা/ থানা/ জেলা/ মহানগর শাখার সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থাপিত হলে উর্ধ্বতন শাখার সভাপতি সংশ্লিষ্ট শাখার নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত থেকে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন।

(ঙ) কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/ উপজেলা/ থানা/ জেলা/ মহানগর শাখার সভাপতি কোন কারণে স্বীয় পদ হতে ইস্তফা দিলে তিনি তার উর্ধ্বতন শাখার সভাপতির বরাবরে তা দাখিল করবেন। উর্ধ্বতন শাখার সভাপতি সংশ্লিষ্ট শাখার নির্বাহী পরিষদের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। কোন জেলা/ মহানগরী শাখার সভাপতি ইস্তফা দিলে কেন্দ্রীয় সভাপতি বরাবরে দাখিল করবেন। ইস্তফা পত্র প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

(চ) কেন্দ্রীয় সভাপতি কোন কারণে ইস্তফা দিতে ইচ্ছা করলে প্রধান পৃষ্ঠপোষক বরাবরে পদত্যাগ পত্র দাখিল করবেন। প্রধান পৃষ্ঠপোষক কার্যকরী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ছ) কোন স্তরের বি ও এস কে ইউ এর নির্বাহী পরিষদের মধ্যে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় এবং সাংগঠনিক কাজে অচলাবস্থায় নিপতিত হয় তবে কার্যকরী কমিটির পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সভাপতি বিবাদমান নির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে ৫-৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে পারবেন। আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদকাল শেষ হওয়ার আগেই নিয়ম মাফিক নতুন পরিষদ গঠন করতে হবে।

ধারা- ২০:

শপথ নামা:

(ক) বি ও এস কে ইউ এর সকল স্তরে নির্বাচন/ মনোনয়ন সম্পন্ন হওয়ার পর বি ও এস কে ইউ এর সকল স্তরে উর্ধ্বতন শাখার সভাপতি/ নির্বাচন কমিশনার এবং কেন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রধান পৃষ্ঠপোষক/ প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সভাপতিগণের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। সভাপতি বাকী দায়িত্বশীলগণের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

(খ) আমি..
পিতা:.. কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়/ থানা/ উপজেলা/ জেলা/ মহানগর/

কেন্দ্রীয় শাখার.. নির্বাচিত হয়েছি। আমি মহা সৃষ্টিকর্তাকে স্বাক্ষী রেখে শপথ করছি যে, বাংলাদেশ অনলাইন সাংবাদিক কল্যাণ ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র পূর্ণরূপে মেনে চলব। বি ও এস কে ইউ কে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক তথা সার্বিক সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত থাকব। বি ও এস কে ইউ এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কর্মনীতি পরিপন্থী কোন কাজে বা কোন সংস্থার সাথে জড়িত হব না। বি ও এস কে ইউ এর দায়িত্ব পালনকে পবিত্র আমনত হিসেবে গণ্য করব। সৃষ্টিকর্তা আমাকে এ দায়িত্ব পালনের শক্তি ও সাহস দান করুন। আমীন